প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ইসরাইল-গাজা সংঘাত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বাণিজ্যিক উত্তেজনা, উচ্চ সুদের হার ও ঋণ সংকট বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বড় ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। দুর্বল বিনিয়োগ ও নীতিগত অনিশ্চয়তা টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৩-৩.০ শতাংশে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪.২২ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩.৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কৃষি ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমলেও শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। মাথাপিছু আয় কিছুটা বেড়ে ২,৮২০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। তবে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে প্রকৃত আয় বৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি গড়ে ১০.০৩ শতাংশে পৌঁছালেও, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিসহ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে তা কমতে শুরু করে এবং ২০২৫ সালের জুন মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ৮.৪৮ শতাংশ এবং খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে তা ৭.৩৯ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৮.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং রেমিট্যান্স ২৬.৮৩ শতাংশ বেড়ে ৩০.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করেছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩১.৭৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং বিনিময় হারেও অনেকটা স্থিতিশীলতা এসেছে। তবে দেশে বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার কিছুটা কমেছে। সামগ্রিকভাবে, বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ইসরাইল-গাজা সংঘাত ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাণিজ্য বিরোধ ও অনিশ্চয়তা, উচ্চ সুদের হার, ঋণ সংকট, দুর্বল বিনিয়োগ ইত্যাদি বিশ্ব অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে কাজ করছে। এ ঝুঁকিগুলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে, যা বৈশ্বিক উন্নয়ন ও টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্টস ২০২৫ এর মিড-ইয়ার আপডেটে বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি নাজুক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ব অর্থনীতি এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বাণিজ্য সংক্রান্ত উত্তেজনা এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা বিশ্ব অর্থনীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করেছে। ২০২৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে ২.৪ শতাংশ হবে মর্মে প্রতিবেদনটিতে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যেখানে ২০২৪ সালে এ হার ছিল ২.৯ শতাংশ। এ নিম্নগামী প্রবণতা উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় অর্থনীতিতেই পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস, জুন ২০২৫ অনুযায়ী, বৈশ্বিক অর্থনীতি এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য সংক্রান্ত উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং নীতিগত অনিশ্চয়তার কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হতে পারে বলে প্রতিবেদনটিতে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এ প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ২.৩ শতাংশে নামতে পারে, যা ২০০৮ সালের পর থেকে (সরাসরি বৈশ্বিক মন্দা ব্যতিত) বিগত ১৭ বছরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল পারফরম্যান্স। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৬ সালে এ প্রবৃদ্ধি ২.৪ শতাংশ ও ২০২৭ সালে তা ২.৬ শতাংশ হতে পারে। ২০২৭ সাল নাগাদ, বিশ্ব জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০২০-এর দশকে গড়ে মাত্র ২.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে, যা ১৯৬০-এর দশকের পর যেকোনো দশকের তুলনায় সবচেয়ে মন্থর গতি। প্রতিবেদনটিতে উন্নত অর্থনীতিসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালের ১.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০২৫ সালে ১.২ শতাংশ এবং সামান্য বেড়ে ২০২৬ সালে তা ১.৪ শতাংশ ও ২০২৭ সালে ১.৫ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর (EMDEs) প্রবৃদ্ধিও ২০২৪ সালের ৪.২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ ও ২০২৬ উভয় বছরে ৩.৮ শতাংশ ও ২০২৭ সালে সামান্য বেড়ে ৩.৯ শতাংশ হবে মর্মে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO) ২০২৫ (জুলাই আপডেট)-এ বিশ্ব অর্থনীতি ২০২৫ সালে ৩.০ শতাংশ ও ২০২৬ সালে ৩.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া উন্নত অর্থনীতিসমূহ ২০২৫ সালে ১.৫ শতাংশ ও ২০২৬ সালে ১.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনীতির মন্থর প্রবৃদ্ধির মূল কারণসমূহ হলো বাণিজ্য উত্তেজনা বৃদ্ধি, বৈশ্বিক নীতিগত অনিশ্চয়তা, উচ্চ শুল্ক, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং কিছু প্রধান অর্থনীতিতে রাজস্ব ঘাটতি ও ঋণের বোঝা। শুল্ক বৃদ্ধির প্রবণতা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে এবং দীর্ঘমেয়াদি আস্থার সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এ সব কারণে বৈশ্বিক উৎপাদন ও বিনিয়োগে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, যা মন্থর, অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

আইএমএফ কর্তৃক WEO এর ২০২৫ সালের জুলাই আপডেটে ২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১.৯ শতাংশ, যুক্তরাজ্য ১.২ শতাংশ, জার্মানি ০.১ শতাংশ, ফ্রান্স ০.৬ শতাংশ, জাপান ০.৭ শতাংশ, ইতালি ০.৫ শতাংশ এবং কানাডা ১.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহে ২০২৫ সালে ৪.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা ২০২৪ সালের প্রবৃদ্ধির চেয়ে ০.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের মধ্যে ভারত সর্বোচ্চ ৬.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৫ সালে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৪.৮ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে, যা উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল এশিয়ার অর্থনীতিসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালের ৫.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালে ৫.১ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালের ৪.৩ শতাংশ থেকে ২০২৫ সালে ০.৯ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালে উন্নত অর্থনীতিসমূহে ১.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল এশিয়ায় ৫.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ বিস্তারিতভাবে সারণি ১.১ এ দেখানো হলো।

সারণি ১.১: বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ		WEO এর এপ্রিল ২০২৫ আপডেট থেকে পার্থক্য	
	২০২৪	২০২৫	২০২৬	২০২৫	২০২৬
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.৩	৩.০	৩.১	০.২	০.১
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	১.৮	১.৫	১.৬	০.১	০.১
যুক্তরাষ্ট্র	২.৮	১.৯	২.০	০.১	০.৩
ইউরো অঞ্চল	০.৯	১.০	১.২	০.২	০.০
যুক্তরাজ্য	১.১	১.২	১.৪	০.১	০.০
জার্মানি	-০.২	০.১	০.৯	০.১	০.০
ফ্রান্স	১.১	০.৬	১.০	০.০	০.০
ইতালি	০.৭	০.৫	০.৮	০.১	০.০
রাশিয়া	৪.৩	০.৯	১.০	-০.৬	০.১
জাপান	০.২	০.৭	০.৫	০.১	-০.১
কানাডা	১.৬	১.৬	১.৯	০.২	০.৩
উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৩	৪.১	৪.০	০.৪	০.১
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৫.৩	৫.১	৪.৭	০.৬	০.১
চীন	৫.০	৪.৮	৪.২	০.৮	০.২
ভারত	৬.৫	৬.৪	৬.৪	০.২	০.১
আসিয়ান-৫*	৪.৬	৪.১	৪.১	০.১	০.২

উৎস: World Economic Outlook (WEO), July 2025, IMF,
* আসিয়ান-৫ দেশসমূহ: মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানা কারণে বাংলাদেশের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৫.৭৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৪.২২ শতাংশে। বিশ্বব্যাংকের Macro Poverty Outlook (Country-by-country Analysis and Projections for the Developing World), 04/2025-তে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। আবার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর Asian Development Outlook, April 2025-তে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হয়েছে ৩.৯ শতাংশ। তবে বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৩.৯৭ শতাংশ।

জিডিপি ও জিএনআই

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ৫০,০২,৬৫৪ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০২২-২৩

অর্থবছরে ছিল ৪৪,৯০,৮৪২ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৪০ শতাংশ এবং স্থির মূল্যে এ হার ছিল ৪.২২ শতাংশ। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি'র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫,৫২,৭৫৩ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৫,৫০,০৯৯ কোটি টাকা বেশি।

আবার, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২,৯১,৫৪৭ টাকা (২,৬২৫ ইউএস ডলার), যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২,৬২,৮৬৮ টাকা (২,৬৪৩ ইউএস ডলার)। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি'র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,২১,২৫৪ টাকা (২,৬৭১ ইউএস ডলার)। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) ছিল ৩,০৪,১০২ টাকায় (২,৭৩৮ ইউএস ডলার), যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২,৭৩,৩৬০ টাকা (২,৭৪৯ ইউএস ডলার)। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৩৯,২১১ টাকা (২,৮২০ ইউএস ডলার)। ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির কারণে মার্কিন ডলারে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের হ্রাস ঘটেছে কিংবা বৃদ্ধির পরিমাণ কম হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খাতভিত্তিক জিডিপি

বিবিএস-এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি ৩.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৩.৩৭ শতাংশ। একই সময়ে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৩.৫১ শতাংশ হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৮.৩৭ শতাংশ। সেবা খাত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

বিবিএস-এর সাময়িক হিসাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১.৭৯ শতাংশ, যা বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ১.৫১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। সাময়িক হিসাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১০.৯৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.২৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। কৃষিখাতের মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শস্য ও উদ্যান (Crops and horticulture) উপখাতের ক্ষেত্রে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান প্রাক্কলিত হয়েছে, যা মোট জিডিপি'র ৫.০৬ শতাংশ।

বিবিএস-এর সাময়িক হিসাবে শিল্প খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হার ৪.৩৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৮৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। সাময়িক হিসাবে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৭.৪৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.০৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। শিল্প খাতের মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প উপখাতের স্থির মূল্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান প্রাক্কলিত হয়েছে, যা মোট জিডিপি'র ১২.৮৪ শতাংশ।

বিবিএস-এর সাময়িক হিসাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ৪.৫১ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-৪৫ অর্থবছরে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ৫১.৬২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছর ছিল ৫১.৪৪ শতাংশ। সেবা খাতের মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরযান ও মোটরসাইকেল মেরামত উপখাতের স্থির মূল্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান প্রাক্কলিত হয়েছে, যা মোট জিডিপি'র ১৫.৫১ শতাংশ। তাছাড়া রিয়েল এস্টেট, পরিবহন ও সংরক্ষণ, মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম, আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা উপখাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

ভোগ ব্যয়

ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method)-তে নিরূপিত জিডিপি-তে ভোগ ব্যয়, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যয়ই জিডিপির সিংহভাগ হয়ে থাকে। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভোগ ব্যয় অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭০ শতাংশের বেশি রয়েছে। বিবিএস-এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ সালে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান ছিল ৭৬.০৪ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ৭০.১৩ শতাংশ এবং সরকারি খাতের অবদান ৫.৯১ শতাংশ। তবে বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান ৭৬.৭৫ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৭০.৯৬ শতাংশ এবং সরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৫.৮০ শতাংশ এবং মোট ভোগ ব্যয় গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৭১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৩.৯৬ শতাংশে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.৮০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। একইভাবে, ২০২৩-২৪

অর্থবছরে মোট জাতীয় সঞ্চয় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপির ২৮.৪২ শতাংশে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ১.৫৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপির ২৩.২৫ শতাংশ, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ০.৭১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। তবে, সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট জাতীয় সঞ্চয় ২৯.০১ শতাংশ, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৩০.৭০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.২৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে ৩০.৭০ শতাংশ অবদানের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল ২৩.৯৬ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ছিল ৬.৭৪ শতাংশ। জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ সামান্য হ্রাস পেয়েছে। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ জিডিপির ২৯.৩৮ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২২.৪৮ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৬.৯০ শতাংশ। মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.৩২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

মূল্যস্ফীতি

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্যস্তরে প্রভাব পড়ে। এর ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯.০২ শতাংশ, যেখানে খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৭১ শতাংশ ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৩৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সাধারণ মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯.৭৩ শতাংশে, যেখানে খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৬৫ শতাংশ ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৮৬ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরো বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ১০.০৩ শতাংশে, খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে তা দাঁড়ায় ১০.৭০ শতাংশে ও খাদ্য-বহির্ভূত ক্ষেত্রে দাঁড়ায় ৯.৪৭ শতাংশে। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের জুন মাসে সাধারণ, খাদ্যসামগ্রী ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮.৪৮ শতাংশ, ৭.৩৯ শতাংশ ও ৯.৩৭ শতাংশে, যেখানে ২০২৪ সালের জুন মাসে সাধারণ, খাদ্যসামগ্রী ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ৯.৭২ শতাংশ, ১০.৪২ শতাংশ ও ৯.১৫ শতাংশ।

রাজস্ব আহরণ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫,১৮,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৩৩ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৪,৬৩,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৩৫%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৪,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.২৬%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৭২%)। আইবাস++ থেকে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন মাস পর্যন্ত বৈদেশিক অনুদানসহ মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,৩৩,৭৮৫ কোটি টাকা (সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৩.৭৪ শতাংশ), যার মধ্যে এনবিআর নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্ব ৩,৬৮,৪৬৫ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৮,১৬১ কোটি টাকা, কর ব্যতীত প্রাপ্তি ৫৭,১৬০ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক অনুদান ৪,৮১৭ কোটি টাকা।

সরকারি ব্যয়

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৭,৪৪,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৩.৪০ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ৫,০৬,০০২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.১১%), মোট উন্নয়ন ব্যয় ২,৩১,৫৯৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.১৭%) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাবদ ব্যয় ২,১৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৮৯%)। আইবাস++ থেকে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৬,৩৩,২২২ কোটি টাকা, যার মধ্যে পরিচালন ব্যয় ৪,৭৬,২৪৮ কোটি টাকা, উন্নয়ন ব্যয় ১,৫৬,৪৩৯ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাবদ ব্যয় ১,৪৪,০৬৭ কোটি টাকা।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি (অনুদান ব্যতিত) ধরা হয়েছিল ২,২৬,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৪.১ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ১,০৪,৬০০ কোটি টাকা

(জিডিপি'র ১.৮৮%) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১,১৭,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.১১%) সংস্থান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৯৯,০০০ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ১৮,০০০ কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। আইবাস++ থেকে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন মাস পর্যন্ত বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতিত) দাঁড়িয়েছে ১,৯৯,৪৩৭ টাকা, যা জিডিপি'র ৩.৫৯ শতাংশ।

সংশোধিত এডিপি বরাদ্দে অগ্রাধিকার খাত

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল ২,১৬,০০০ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শিক্ষা, গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ, কৃষি ও স্বাস্থ্যখাতে। এসব খাতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে, যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ২২.৩৪ শতাংশ।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে প্রণীত মুদ্রানীতির লক্ষ্য ছিল উৎপাদনশীল খাতে অবাধ ঋণের জোগান নিশ্চিত করা এবং সার্বিক অর্থনীতির সংকটসমূহ: উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ এবং বিনিময় হারে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করা। উক্ত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির আওতায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে নীতি সুদহার তিন দফায় বৃদ্ধি করে সর্বশেষ ২৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ হতে নীতি সুদহার, সুদহার করিডোরের উর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) হার এবং নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) হার যথাক্রমে ১০.০ শতাংশ, ১১.৫০ শতাংশ ও ৮.৫০ শতাংশ কার্যকর করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির লক্ষ্য ছিল: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল করা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ বর্ধিষ্ণু নন-পারফর্মিং লোন (NPL) সমস্যার সমাধান করা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ব্যাংক খাতের প্রতি আস্থা পুনঃস্থাপন করতে মৌলিক সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে, যার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করাসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চুরি ও পাচার হওয়া সম্পদ দ্রুত পুনরুদ্ধার করা।

উল্লেখ্য, মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির অংশ হিসেবে নীতি সুদহার বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ডিভল্বমেন্ট (Devolvement) বন্ধ রেখেছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে বছর ভিত্তিতে (year-on-year) ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৯৫ শতাংশ এবং ১.৮৪ শতাংশ। অন্যদিকে উক্ত সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) হ্রাস পেয়েছে ০.১১ শতাংশ।

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৯৭ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে ছিল ৯.৮০ শতাংশ। জুন ২০২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৪৯ শতাংশে, যা জুন ২০২৪ শেষের ৯.৮৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। একই সময়ে সরকারি খাতে নিট ঋণ ১৪.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের অনুরূপ সময়ের ৯.৬৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে সরকারি খাতে নিট ঋণ এবং বেসরকারি খাতে ঋণের অংশ যথাক্রমে ২১.৩৬ শতাংশ ও ৭৬.৫২ শতাংশ।

সুদহার পরিস্থিতি

আমানত ও ঋণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি রেট) বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণ উভয়েরই সুদহার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানতের নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ করায় আমানতের সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, চলমান সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাপক তারল্য চাপ অব্যাহত থাকায় এবং ঋণের সুদহার সীমা অপসারণ করায় (মে ২০২৪ শেষে) ঋণের সুদহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত মে ২০২৪ পরবর্তী সময় থেকে ঋণ এবং আমানত সুদহারে উর্ধ্বগামী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ঋণের ভারিত গড় সুদহার জুন ২০২৪ শেষের ১১.৫২ শতাংশ

থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৫ শেষে ১২.০৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে, আমানতের ভারিত গড় সুদহার জুন ২০২৪ শেষের ৫.৪৯ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৫ শেষে ৬.২৬ শতাংশে পৌঁছেছে।

পুঁজি বাজার

দেশের দু'টি পুঁজি বাজারের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৪ সালের জুন মাসের ৬৬০টি থেকে কমে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ৬৫৬টিতে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৬৭,৫৭৭.৮০ কোটি টাকায়, যা ৩০ জুন ২০২৪ এর তুলনায় ৬.২৮ শতাংশ বেশী। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ডিএসই-এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬,৬২,১৫৫.৮৯ কোটি টাকা, যা ০.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৬,৬২,২৭১.০৮ কোটি টাকায়। ডিএসই এর ব্রড ইনডেক্স ২০২৪ সালের জুন শেষে ছিল ৫,৩২৮.৪০ পয়েন্ট, যা ৯.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে দাঁড়ায় ৪,৮৩৮.৩৯ পয়েন্টে। ডিএসই-এর মূল্য-আয় অনুপাত (পি/ই) ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে দাঁড়ায় ৯.৩৪ এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১০.২২।

অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (সিএসই) এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৪ সালের জুন মাসের ৬২৩টি থেকে কমে ২০২৫ সালের ৩০ জুন তারিখে ৬২০টিতে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৭৮,৭৪৮.৭৮ কোটি টাকায়, যা ৩০ জুন ২০২৪ এর ৪,৪৩,৩০৯.২৫ কোটি টাকার তুলনায় ৭.৯৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সিএসই-এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬,৯১,৫৭৬.০১ কোটি টাকা, যা ০.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৬,৯১,১৯২.৮২ কোটি টাকায়। সিএসই এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২৪ সালের জুন শেষে ছিল ১৫,০৬৬.৮১ পয়েন্ট, যা ১০.৮১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে দাঁড়ায় ১৩,৪৩৮.৩৮ পয়েন্টে।

রপ্তানি

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৪৪.৪৮ বিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন মাস শেষে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৮.৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ৮.৬০ শতাংশ বেশি। পণ্য-ভিত্তিক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জুতা, হিমায়িত খাদ্যপণ্য, নিটওয়্যার, হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, প্রকৌশল দ্রব্য, কৃষিজাত পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য শিল্প পণ্য থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে চামড়া, কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্য ও অন্যান্য কিছু প্রাথমিক পণ্য থেকে রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে। আবার দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তারপরে রয়েছে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, ইতালি কানাডা, জাপান, বেলজিয়াম ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ ছিল তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, কাঁকড়া, গৃহস্থালী বস্ত্র ইত্যাদি।

আমদানি

বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৬.৭৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১১.১০ শতাংশ কম। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৮.৩৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৪৩ শতাংশ বেশি। পণ্য-ভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। আবার দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চীন থেকে সর্বোচ্চ আমদানি করা হয়, যা দেশের মোট আমদানির ৩০.০২ শতাংশ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৪.১৮%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৩.৬৭%)। এরপর রয়েছে সিঙ্গাপুর, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ইত্যাদি।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বৈদেশিক কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯.৬৬ লক্ষ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১.২৬ লক্ষ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১.৮১ লক্ষ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০.১৫ লক্ষ বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে গমন করেছে।

রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের জন্য ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা প্রদান, অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রার আমানতের সুদের সীমা ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এ লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা প্রত্যাহার, দ্রুত রেমিট্যান্স পাঠানোর পদ্ধতি সহজীকরণ, পরিষেবা অ্যাক্সেস ও প্রতিযোগিতামূলক হার উন্নত করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পর্ক জোরদার এবং আনুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স চ্যানেল ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে প্রবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সহায়ক নীতি ও পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, যা প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা জিডিপি'র ৬.৫৭ শতাংশ এবং বিগত কয়েক অর্থবছরের মধ্যে তা সর্বোচ্চ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের সিংহভাগ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তারপরে রয়েছে যথাক্রমে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ওমান, বাহরাইন, কাতার, সিঙ্গাপুর, কুয়েত ইত্যাদি।

ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BoP)

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চলতি হিসাব ভারসাম্য ঘাটতি অবস্থা থেকে উদ্বৃত্ত ১৪৯ মিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়ায়, যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ঘাটতি ২২,৪৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। মূলত, আমদানি বৃদ্ধির চেয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতিতে কিছুটা উন্নতি এবং রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধিই চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের কারণ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ২০,৩৮৯ মিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৩২৯ মিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, মূলধনী হিসাব এবং আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ সর্বমোট ৪,৩৫৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত এবং ভুল-ভ্রান্তি সংক্রান্ত হিসাবের পরিমাণ -৯৬২ মিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে, দীর্ঘ তিন অর্থবছর ঘাটতির পর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৩,৩৯৪ মিলিয়ন ইউএস ডলারের উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৪,৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের ঘাটতি ছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৭২ শতাংশ এবং আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৭৫ শতাংশ। এছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬.৮৩ শতাংশ। রপ্তানি সহায়তা প্রদান, আমদানি পর্যবেক্ষণ ও রেমিট্যান্সে প্রণোদনা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায় ও চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১৪৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ফলে উক্ত সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৩৯৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যার ফলস্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব এবং বিনিময় হারে অবচিতি চাপ হ্রাস পায়। জুন ২০২৫ শেষে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩১.৭৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

বিনিময় হার

কঠোর মুদ্রানীতির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে নমনীয়তা (flexibility) রক্ষার্থে বিনিময় হারের পুনর্বিন্যাসের (realignment) লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিনিময় হারের ব্যাপক অবচিতি এবং ক্রলিং পেগ বিনিময় হার ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে, সামগ্রিকভাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে ভারিত গড় বিনিময় হারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ইউএস ডলারের বিপরীতে টাকার ৮.৮০ শতাংশ অবচিতি হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারিত গড় বিনিময় হার ছিল প্রতি ইউএস ডলারে ১১১.০৪ টাকা, যেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় ১২০.৮১ টাকায়। তবে জুন ২০২৫ শেষে টাকা-ইউএস ডলার বিনিময় হার ছিল ডলার প্রতি ১২২.৭৭ টাকা।

বৈশ্বিক অস্থিরতা ও নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি ইতিবাচক পথে অগ্রসর হচ্ছে। রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ফলে বিনিময় হারে অনেকটা স্থিতিশীলতা এসেছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিসহ সরকারে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপের ফলে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি এসেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে বাংলাদেশ টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে।